EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনার বক্তব্য

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

সমাবর্তন

নেতৃত্বের পথে চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়াম, ঢাকা
জানুয়ারি ৩১, ২০১৩

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের উপাচার্য ড. কারমেন লামাইনা

চেয়ারম্যান, এআইইউবি ট্রাস্টি বোর্ড

শিক্ষকমন্ডলী ও অভিভাববকগণ

...আর বিশেষ, তোমরা, স্নাতক পাশ করা ছাত্রগণ

এটি একটি মহান দিন... স্নাতক পাশ করা ছাত্রবৃন্দ, তোমাদের জন্য একটি মহান দিন; তোমরা তোমাদের পড়াশোনা শেষ করেছো; তোমরা স্নাতক পাশ করতে যাচ্ছো; তোমরা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ করছো।

তোমরা কি জানো আমেরিকান ইংরেজীতে আমরা আজকের দিনটিকে কি বলে সম্বোধন করি?

আমরা এটাকে বলি কমেন্সমেন্ট - আরম্ভ... এটি একেবারে উৎকৃষ্ট শব্দ... আরম্ভ

তোমরা আসলেও জীবনের একটি নতুন অধ্যায় শুরু করছো।

এই স্টেডিয়াম থেকে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তোমরা আর ছাত্র বেশে থাকবে না। তোমরা যখন এই স্টেডিয়াম ত্যাগ করবে তখন তোমরা সুযোগের সম্মুখীন হবে, এমন সুযোগ যার ফলে নিজেদের তোমরা নতুন এক বেশ পরিধান করবে, এমন একটি বেশ যা তোমাদের সংজ্ঞায়িত করবে... আর এক্ষেত্রে অনেকগুলো থেকে একটি বেশ বেছে নেয়ার আছে...এতগুলো বেশ...

তবে আমার মনে হয় তোমরা, এই চমৎকার প্রতিষ্ঠানের স্নাতকগণ মহানুভবতা, নিষ্ঠা, নিজের ও নিজ পরিবারের ও নিজ জনগোষ্ঠীর প্রতি যত্নবান হওয়া, একটি মহান জাতি গড়ে তোলার রূপটিই বেছে নিবে।

আমি যখন এই মহানুভবতার বেশের কথা বলছি তখন আমি নেতৃত্বের, নিজ জীবনের পূর্ণভার নেয়ার কথা বলছি। নেতৃত্ব কি? সামনে অবস্থান করাই নেতৃত্ব নয়; এটা সবচেয়ে উচ্চস্বরে কথা বলাও নয়; অন্যরা যখন ভুল তখন সঠিক হওয়াটাও নেতৃত্ব নয়। নেতৃত্ব নিজেকে দিয়েই শুরু হয়...প্রথমে নিজেকে নেতৃত্ব প্রদান করো... নিজেকে জানার জন্য স্বীয়কে নেতৃত্ব প্রদান করো; নিজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য স্বীয়কে নেতৃত্ব প্রদান করো; নিজের প্রতি সৎ হতে স্বীয়কে নেতৃত্ব প্রদান করো; অন্যদের সম্মান প্রদর্শন করতে স্বীয়কে নেতৃত্ব প্রদান করো; নিজের পরিবার, জনগোষ্ঠী ও জাতিকে গড়ে তুলতে ও শক্তিশালী করতে স্বীয়কে নেতৃত্ব প্রদান করো। নিজেকে এভাবে নেতৃত্ব প্রদান করলে, অন্যরা তোমার প্রদর্শিত পথে চলবে...অন্যরা তোমার পেছনে পেছনে আসবে। নেতৃত্বের ক্ষমতা আসলেও অভাবনীয়।

আমি আমার নায়ক আমেরিকান নাগরিক অধিকারের নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের কথা চিন্তা করি। তিনি আমেরিকান ইতিহাসের সবচেয়ে ক্ষমতাশীল নেতাদের অন্যতম। তা সত্বেও তিনি কোনো বিখ্যাত পরিবারের সদস্য ছিলেন না; তিনি কোনো ধনী ব্যক্তি ছিলেন না; তার কোনো রাজনৈতিক অবস্থান ছিলো না। এরকম একজন মানুষ কিভাবে এতো ক্ষমতাধর হলো যে সে আমেরিকার ইতিহাসই পাল্টে দিলো?
এর উত্তর নেতৃত্বে নিহিত বলেই আমার বিশ্বাস। মার্টিন লুথার কিংয়ের নিজের প্রতি প্রদত্ত নেতৃত্ব...তার নিজের ওপর বিশ্বাস, নিজের প্রতি সম্মান, নিজের প্রতি সৎ থাকা, তার অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া...

যখন মার্টিন লুথার কিংয়ের বাসায় বোমা আক্রমণ করা হয়, যখন তার ওপর আক্রমণ করা হয়, যেটা প্রায়ই হতো, তিনি অসহিংসতার ওপর তার বিশ্বাসে সত্যনিষ্ঠ ছিলেন এবং যারা তার বাসায় আক্রমণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও ক্ষমার কথা বলেন। ঘৃণা ও প্রতিশোধের কথা বাদ দিয়ে তিনি ঘোষণা দেন যে আমরা সহিংসতার প্রসার করছি না...আমরা আমাদের শত্রুদের ভালোবাসতে চাই। তার জীবনের শেষ কয়েকটি বক্তৃতার একটিতে তিনি ঘোষণা দেন যে কোনো বিষয়ে প্রথম হওয়ার তাগিদ অনুভব করা, গুরুত্ব পাওয়ার তাগিদ অনুভব করাই যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন যে আমি চাই যে আপনারা ভালোবাসায় প্রথম হবেন। আমি চাই যে আপনারা নিষ্ঠায় উৎকৃষ্ট হবেন। আমি চাই আপনারা উদারতায় প্রথম হবেন। নিজের প্রতি নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা এমনই। আপনারা যখন আজ এই স্টেডিয়াম ত্যাগ করবেন, আপনারা যখন ছাত্রজীবনের ব্যবহৃত বেশটি খুলে ফেলবেন, তখন আমি আশা করি যে আপনারা নিজেদের মহানুভবতা, নিষ্ঠা, নিজের ও নিজ পরিবারের ও নিজ জনগোষ্ঠীর প্রতি যত্নবান হওয়া, একটি মহান জাতি গড়ে তোলার বেশটিই বেছে নিবেন, যেমনটি আমি একটু আগেও উল্লেখ্য করেছি।

তোমাদের দেশের তোমাদের প্রয়োজন। তোমাদের দেশের তোমাদের নিজেদের প্রতি শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন।

আমি বাংলাদেশের তেতুলিয়া থেকে টেকনাফ, সিলেট থেকে সুন্দরবন সফর করেছি আর আমি যেখানেই যাই সেখানেই এদেশের সম্পদের প্রাচুর্য দেখতে পাই... উর্বর মাটি, পর্যাপ্ত পানি, তিনটি চাষের মৌসুম প্রদান করা উদার জলবায়ু, উপচে পড়া ধানের সমারোহ, ফল, শাকসবজি, স্তরে স্তরে মাছ, মুরগি ও মাংস, প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার চমৎকার মজুদ... আর সবচেয়ে মূল্যবান আশীর্বাদ, বাংলাদেশের চমৎকার মানুষ যারা আমার জানা সবচেয়ে উদ্দমী, বৈচিত্র্যময়, সৃষ্টিশীল, উদার, উদ্যোগী ও সহনশীল মানুষ।

আমি যেখানেই যাই আমি সীমাহীন সম্ভাবনা দেখতে পাই, এদেশের একটি মধ্যআয়ের দেশ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা, এমন একটি দেশ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা যেখানে প্রত্যেক পরিবারেরই ভালো, নিরাপদ আশ্রয়, পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের সুযোগ, মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা ও ভালো শিক্ষা গ্রহন করতে পারবে। এমন একটি দেশ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা যেখানে কোনো শিশুই অপরিপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক বিকাশের শিকার হবে না। তোমাদের দেশের তোমাদের প্রয়োজন। তোমাদের দেশের তোমাদের নিজেদের প্রতি শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন।

রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানকে দেয়া বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সফর করার আমার প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে আমি যখন বাংলাদেশের ঘুরে বেড়াই তখন আমি আরো নিশ্চিত হই যে বাংলাদেশ আগামীর এশিয়ান টাইগার, রয়েল বেঙ্গল টাইগার হতে প্রস্তুত। আসলেই আমাদের সবার সোনার বাংলার স্বপ্নটি কোনো সৃষ্টিশীল কল্পনার উপাত্ত নয়; এটি এমন এক স্বপ্ন যা প্রায় এক দশকেই বাস্তবায়িত হতে পারে। চীনকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ তৈরিকৃত পোশাক রপ্তানিকারক হতে পারে/ হওয়া উচিৎ; চীনকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ গৃহপোশাক সামগ্রীর রপ্তানিকারক হতে পারে/ হওয়া উচিৎ। ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের মালবাহী জাহাজ ও নৌকা, ফুটওয়্যার, প্রক্রিয়াজাত চামড়াপণ্য, জেনেরিক ফার্মাসিউটিক্যালস্, হিমায়িত চিংড়ি, তথ্যপ্রযুক্তি, চীনামাটি, পাট, রেশম ও এরকম শেষ না হওয়া তালিকাভুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী হতে পারে/ হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের কৃষি বিপ্লব অব্যাহত থাকায় এক দশকের মধ্যেই এদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। বিষয়টি কি তোমরা কল্পনা করতে পারো? অনেকদিন আগে একদা একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বাংলাদেশকে একটি তলাবিহীন ঝুড়ি বলেছিলেন...কি অদ্ভূত... বাস্তবে বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক ঝুড়ি যা ধান এবং ভূমি ও সমুদ্রের সম্পদের প্রাচুর্যে উপচে পড়ছে।

দক্ষিণ এশিয়া, চীন ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ - বার্মা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও ঐদিকের আরো দেশসমূহ- এগুলোর মাঝখানে সংযোগ সৃষ্টিকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকায় বাংলাদেশ আরো অধিক আশীর্বাদপ্রাপ্ত... দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে বিশ্বের যোগাযোগ স্থাপনকারী ভারত-প্রশান্তমহাসাগরীয় অর্থনৈতিক দ্বারের কেন্দ্রে রয়েছে বাংলাদেশ।

তবে, বাংলাদেশের আগামী এশিয়ান টাইগার, রয়েল বেঙ্গল টাইগার হয়ে ওঠার স্বপ্ন জাদুর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে না...কাউকে এটার বাস্তবায়ন করতে হবে... আর সেটা হচ্ছো তোমরা।
তোমাদের দেশের তোমাদের প্রয়োজন। তোমাদের দেশের তোমাদের নিজেদের প্রতি শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন।

সোনার বাংলা গড়ে তোলা সহজ হবে না...অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে...আমরা সবাই সেগুলো সম্বন্ধে ভালো করেই জানি...পর্যাপ্ত বন্দর, রাস্তা, রেলপথ তৈরি করার, পর্যাপ্ত জ্বালানি ও বিদ্যুত প্রদান করার, দুর্নীতি রোধ করার, আইনের শাসন শক্তিশালী করার, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা টেকসই করে তোলার চ্যালেঞ্জ...এই চ্যালেঞ্জগুলো বাস্তব, তবে এর প্রত্যেকটিই মোকাবেলা করা সম্ভব...বাংলাদেশ আশীর্বাদপ্রাপ্ত যে তার এমন সমস্যাই রয়েছে যেগুলো সমাধান করা সম্ভব। আমি এমন কতগুলো দেশের কথা জানি যারা এতোটা ভাগ্যবান নয়, এমন দেশের কথা জানি যাদের একেবারে অসম্ভব সব সমস্যা রয়েছে, এমন সমস্যা যেগুলো সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে, বাংলাদেশ এমন নয়...বাংলাদেশ যে সকল চ্যালেঞ্জগুলোর সম্মুখীন তার প্রত্যেকটিই মোকাবেলা করা সম্ভব।

তবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এমনিতেই হবে না... ...কাউকে এটার বাস্তবায়ন করতে হবে... আর সেটা হচ্ছো তোমরা।

তোমাদের দেশের তোমাদের প্রয়োজন। তোমাদের দেশের তোমাদের শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন। জীবন সমৃদ্ধ ও আশ্চর্যজনক ... এতে বেছে নেয়ার মতো অনেক বিষয়ই রয়েছে। আজ তোমরা যখন চিরতরে নিজ স্নাতক পড়াশোনার দিনগুলো পেছনে ফেলে এই স্টেডিয়াম ত্যাগ করবে তখন তোমরা চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয় এমন এক পথবিন্যাস দেখতে পাবে, এগুলো জীবনের পথ... বেছে নেয়ার মতো এতগুলো পথ... তবে আমার বক্তব্য শুরু করার আগেও আমি বলেছিলাম যে আমার বিশ্বাস তোমরা মহানুভবতার পথ, নিজের প্রতি শক্তিশালী নেতৃত্বের পথ, নিষ্ঠার পথ, নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, জনগোষ্ঠীর প্রতি, জাতির প্রতি সম্মান ও বিশ্বাসের পথ বেছে নেবে।

আমার বিশ্বাস যে এই মুগ্ধ করা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাশ করা ছাত্ররা নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার, মধ্যআয়ের বাংলাদেশ গড়ে তোলার, যে বাংলাদেশ এশিয়ার আগামী টাইগার, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, সোনার বাংলাদেশ গড়ার পথ বেছে নেবে।

গতকাল, তোমরা এআইইউবি'র ছাত্ররা বাংলাদেশের ভবিষ্যত নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলে। আজ তোমাদের সমাবর্তনের দিন তোমরা বাংলাদেশের নতুন নেতা যারা সোনার বাংলা গড়ে তুলবে।

ধন্যবাদ।

==========

**বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত*

জি/আর ২০১৩